আদালত- নীরব স্বাক্ষী তুমি   দ্বিতীয় পর্ব

শ্রমিকদের জন্য শিল্পন্যায়পীঠ আর শ্রম আদালত রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে ১১ টা। এর মধ্যে ৩ টে হলো ওরর্কমেন কমপেনশেশন অ্যাক্ট মোতাবেক।ই এস আই এর জন্য যে ট্রাইব্যুনাল, তাতে বহুদিন কোনো জজ সাহেবই নেই, সম্প্রতি ১ জন জজ সাহেব পাওয়া গেছে। প্রশাসনিক কাজে আধিকারিকদের সংখ্যা কমে আসায় কোনো আদালতই এই সমস্ত 'অদরকারি' কাজে কাউকে ছাড়তে চায় না - ফলে ট্রাইব্যুনালগুলো ফাঁকা যায়। একজন যদি বা জজ মিললো তো এখন স্টেনগ্রাফার অমিল, ফলে ট্রাইব্যুনালের কাজ বন্ধ। একজন জজ সাহেব নমো নমো করে দু বেলা দু রকমের কোর্টে বসেন - বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে! শ্রম-বিরোধ ট্রাইব্যুনাল - সে একটি আজব জিনিস। একজন দুটির চার্জে। একবেলা এই কোর্টে তো অন্য বেলা অন্য কোর্টে - গণতন্ত্র রক্ষিত হয়নি তা অতি বড় নিন্দুকও বলতে পারবে না। কিন্তু গোল বেধেছে খোদ আইন নিয়েই। আইন বলেছে যে এই আদালত যা কিছু সিদ্ধান্ত নেবে এবং তা রূপায়ণ করবে দুপুর ১২ টার ভেতর - ১২ টা বাজিয়ে দিলে চলবে না। তাহলে ও বেলার জজ সাহেব চিরকালের জন্য কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারবেন না, গণতন্ত্র মেনে এই কাজ টা নিয়মিতই হয়ে চলেছে - পূণ্য -সলিলা বহমান গঙ্গার মতই তা নিয়মানুবর্তী! যে দুর্ভাগা শ্রমিকদের এই ট্রাইব্যুনালে মামলা পড়লো, তাদের কী হবে? তুমি রবে নীরবে!

খাইখাই কবিতাতে সুকুমার রায় মশাই রহস্য করে বলেছিলেন, শোনো শোনো আরো খায়! আমাদের অবস্থাও প্রায় তাই। সুচিকিৎসা পাওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনাল বসানোর দাবিতে শ্রমিকদের মোটে ৩২ বার সুপ্রীম কোর্ট আর বাড়ি করতে হয়েছে। তারপর তো পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহাসমারোহে সেই ট্রাইব্যুনালের নোটিফিকেসন করলেন। পুরো দুটি বছর লাগলো সেই নোটিফিকেসন অনুসারে ট্রাইব্যুনালটি বানাতে। ট্রাইব্যুনাল যেদিন প্রথম বারের জন্য বসলো, সেদিনই আবার ট্রাইব্যুনালের জজ সাহেব অবসর নিলেন! আবার নতুন করে নোটিফিকেসনের কাজ শুরু হয়েছে, বছর দুই-এর মধ্যে অবসর নেবেন এমন কাউকে পাওয়া গেলে হয়তো আবার সেই খেলা শুরু হবে। আর যে শ্রমিকরা সুবিচারের এবং সুচিকিৎসার আশায় আদালতে গিয়েছিলেন তাদের অবস্থা সংক্ষেপে এই রকম - বর্তমানে ১০ জন বিনা চিকিৎসায় মৃত, ১০০ জন (আমাদের জ্ঞানত) ধুঁকছেন আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে সরকারি কর্মচারিদের আন্দোলন করতে গেলে একটা নেগোসিয়েটিং বডির কাছে আগাম নোটিশ দিতে হবে - নিয়মটা ১৯৭৯ থেকে কার্যকর হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ পর্যন্ত সেই বডিটি তৈরি করার সময় পাননি। দুটো ছোটো কথা জানিয়ে অন্য প্রসঙ্গে যাব। জলপাইগুড়ির ট্রাইব্যুনালে শীতকাল ছাড়া প্রায় নিয়মিত সাপ বেরয়, সাপের উপস্থিতিতে বিচারের হাল (যদি সেদিন ব্যতিক্রম হিসেবে জজ সাহেব উপস্থিত থাকেন তো) কী হয় তা সহজেই অনুমেয়। দুর্গাপুরের ট্রাইব্যুনালে বিজলি চলে গেলে বিচার খতম সেদিনের মতো, যে হতভাগ্যদের বিচার সেদিন হলোনা, তারা যথারীতি লাইনের পেছনে চলে গেলো, কেননা বিচার হয় এক দিন এক বেলা! দুটো জেলারই ট্রাইব্যুনালের ভৌগোলিক অবস্থান হলো জেলার একেবারে প্রান্তে - ট্রাইব্যুনালে আসতেই শ্রমিকের খরচা হলো হয়তো ১০০ টাকা বা তারও বেশি। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া ভালো যে বিহারেও শ্রমিকদের জন্য সব মিলিয়ে ৩৭ টা ট্রাইব্যুনাল রয়েছে!

এই বাংলায় প্রায় তিন কোটি শ্রমিকের জন্য আছে ১১ ট্রাইব্যুনাল - ফলে শ্রমিক যদি ভাবে যে কোর্ট বদল করলেই বিচার পাবে, বিষয়টা আদৌ তা নয়। সব কোর্টেরই এক হাল। আমাদের শ্রম-আইন এক বিচিত্র আইন - এখানে শ্রমিকের জন্য শাস্তি নির্দিষ্ট থাকলেও মালিকের জন্য কোনো শাস্তির নিদান নেই। পশ্চিমবঙ্গে যে ১১ টি শ্রম আইন বিদ্যমান, তার ৫ টাই হল ডিসিপ্লিনারি জাতের আইন, বাকি ৬ টা হল শ্রমিকের সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন। আজ পর্যন্ত কোনও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এমন দাবি করেনি যে শ্রম আইনে মালিকের জন্য শাস্তির

নিদান রাখো, শ্রম আদালতের সংখ্যা বাড়াও, শ্রম আদালতে বিচারকের সংখ্যা বাড়াও। জানিয়ে রাখি যে রাজ্যের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে শ্রম আইন সংশোধন, সংযোজন করার। গত তিরিশ বছরে এই কাজটি করার দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এক পাও এগোতে দেখা গেছে বলে সরকারের ঘোর বিরোধীদেরও বলতে শোনা যায়নি!

পশ্চিমবঙ্গে পি এফ এবং ই এস আই-এর আওতায় থাকা শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ কমছে, কমাটা একেবারেই পরিমাণগত। হিসেবমতো থাকার কথা ২ কোটি ৩০ লক্ষর কাছাকাছি, আছে মোটে ১০ লক্ষ। এই হিসেবে আমরা ৬৫ লক্ষ প্রান্তিক শ্রমিককে হিসেবের বাইরে রেখেছি। গ্রামের রাণারের মতো তার খবর কে রাখে! এই বেনিফিসিয়ারি কমার বিষয়টা ঘুরিয়ে এই বাংলার কর্মসংস্থানের শোচনীয় হালের কথাই জানান দেয়। এই প্রান্তিক শ্রমিকদের জন্য আইন একখান আছে বটে, কিন্তু তা একান্তই চিকিৎসা-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাতেই সীমাবদ্ধ। এ এক অদ্ভুত আইন, মালিক সুরক্ষা দেবে শ্রমিককে - কিন্তু শ্রমিক আবার সেই জন্য মালিককে টাকাও দেবে। মাছের তেলে মাছ ভাজা আর কি!

স্বাস্থ্য একান্তই রাজ্যের বিষয় - অথচ কেন্দ্রীয় সরকার রাজীব গান্ধী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা চালু করেছে হরিয়ানা-পাঞ্জাব-রাজস্থানে। বীমাকারীরা একটা স্মার্ট কার্ড পাবে আর এই কার্ডের বিনিময়ে বছরে ৩০,০০০ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবে ৩০ টাকা প্রিমিয়ম দিয়ে। কিন্তু কোথায় গেলে তারে পাবো কিছুই জানা নাই, অতএব এখানেও এমন মহৎ প্রকল্প ব্যর্থ। মুনাফার গন্ধ পেয়ে কিছু ক্রিমিনাল কম্পানি শ্রমিক দরদী সেজে এই পরিষেবা দেবে বলে সরকারের কাছে জোর সওয়াল করছে।

আজও প্রায় সমস্ত ধারার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পি এফ- ই এস আই-কেন্দ্রীক, তাই প্রান্তিক শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কাছ থেকে কিছু রিলিফ পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে বহুদিনই। ভাবা গিয়েছিলো যে কৃষি-শ্রমিকের জন্য সংগঠন করলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হবে। এমন একটা সংগঠন যদিও আছে, কিন্তু তারা কেবল ন্যুনতম মজুরি নিয়েই ব্যস্ত।

বিশ্বায়নের যুগে শিল্পপতিদের জন্য ‘ ওয়ান উইনডো সিস্টেম‘ বানানোর বিষয়ে রাম-বাম-দক্ষিণ-মধ্য সবাই-ই একমত। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য এখনই রয়েছে ‘মালটিপল উইনডো সিস্টেম‘ - এই বিষয়টা নিয়ে শ্রমিক আন্দোলন বিলকুল নি:শ্চুপ!